দৈনিক খবর

তারিখ 22 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষায় ভাল নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ ছাত্ররাও শংকিত

প্রশ্ন ব্যাংক ও নাম্বারিং পদ্ধতি বাতিলের চিন্তা-ভাবনা

০ শাহেদ চৌধুরী ০ এসএসসি পরীক্ষায় বিভাগ নির্ধারণের (মান উত্তীর্ণ বিষয়ক) ক্ষেত্রে প্রচলিত নাম্বারিং পদ্ধতি বাতিলের চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। একই সাথে প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতিও বাতিল করা হতে পারে। এদিকে কলেজগুলোতে আসন সংকট থাকায় অভাবনীয় রেজাল্টের পরেও অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা ভর্তি শংকায় ভুগছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) সাথে সংশ্লিষ্ট একজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা জানানঃ আগামী বছর (১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য) হতে এসএসসি পরীক্ষায় বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন নাম্বারিং পদ্ধতি চালু করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। অবশ্য চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অভিভাবক-শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাছ হতে মতামত নেয়া হবে। তবে এসএসসি পরীক্ষায় বিভাগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নাম্বারিং পদ্ধতি বাতিল করে প্রথম বিভাগের বেলায় ৭০ নাম্বার (বর্তমানের নাম্বার ৬০), দ্বিতীয় বিভাগের বেলায় ৬০ নাম্বার (বর্তমানের নাম্বার ৪৫), তৃতীয় বিভাগের বেলায় ৪০ নাম্বার (বর্তমানের নাম্বার ৩৩) এবং লেটার নাম্বারের বেলায় ৮৫ (বর্তমানের নাম্বার ৮০) নাম্বার করার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। চলতি ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত ভাল রেজাল্টের পরই শিক্ষা কর্মকর্তারা এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

সূত্রটি আরও জানায়, আগামী বছর হতে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি বাতিল করার চিন্তা-ভাবনা করছেন বোর্ড কর্মকর্তারা। এতে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা কমবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ থাকবে না। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সাল হতে এসএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক প্রশ্নের পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের প্রচলন করা হয়েছিল। কেবল মাত্র অংক বিষয় ছাড়া বাকী সবগুলো বিষয়ে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের জন্যে ৫০০ প্রশ্নের ১টি প্রশ্ন ব্যাংক থাকায় পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র সেসব প্রশ্নমালাই আয়ত্তে এনেছে। এ পদ্ধতি চালু করার উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন, এতে করে পরীক্ষার্থীরা পুরো সিলেবাস মুখস্থ করবে এবং নকলের প্রবণতাও থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি থাকায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে নতুন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত ভাল রেজাল্টের পরেও অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তি শংকায় ভুগছেন। কেননা মোট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় কলেজগুলোতে আসন সংকট রয়েছে। দেশের ৮শ' ৭০টি সরকারী এবং বেসরকারী কলেজে ২ লাখ ৮৯ হাজার ৯শ' ১২টি আসন রয়েছে। অথচ পাস করেছে ৩ লাখ ২১ হাজার ৬শ' ৩৯ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ৩১ হাজার ৭শ' ২৭ জন শিক্ষার্থী এবার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিতহবেন।

উল্লেখ্য, ৪টি শিক্ষা বোর্ডে ৫ লাখ ২৮ হাজার ৭শ' ১০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে ২ লাখ ৭ হাজার ৭০ জন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৪শ' ৫১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ২শ' ৬৮ জন এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪২ হাজার ৯শ' ৬৬ জন শিক্ষার্থী। এ ধরনের ফলাফল এসএসসি পরীক্ষায় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।